দৈনিক ইনকিলাব

35

তারিখ FEB. 1 2 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ অগ্নিঝরা ফেব্রুয়ারীর আজ ১২তম দিন। প্রথম দিকে বৃষ্টিপাতের জন্য বাংলা একাডেমীর মেলা চত্বর কর্দমাক্ত হয়ে মেলায় আগতদের অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করলেও এখন আর সেই অবস্থা নেই। এদিকে বইমেলা বেশ জমে উঠেছে। ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারীদের স্মরণে মহানগরী ঢাকার বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা ধরনের স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে ভাষা

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

জমে উঠেছে একুশের বইমেলা

বাসস ঃ বাংলা একাডেমীর বই মেলায় গতকাল (শুক্রবার) সারাদিন বেশ ভিড় ছিলো। সন্ধ্যার পর এই ভিড় যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বইমেলা শুরুর পর কালই ছিলো প্রথম ছুটির দিন। মেলার পরিবেশ জমজমাট হয়ে ওঠে সকাল থেকেই।

বিকেলে অমর একুশে বইমেলা মঞ্চে 'বিশ শতকের বাংলাদেশ ঃ নৈতিকতা ও নীতি বিজ্ঞান চর্চার ক্রমবিকাশ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ হাসনা বেগম। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক নীরু কুমার চাকমা, অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম ও ডঃ প্রদীপ কুমার রায়।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন, যে সমাজে লুণ্ঠনই আদর্শ সেই সমাজে নৈতিকতা রক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি বলেন, মানুষকে স্বাধীন ও মুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি যেমন দরকার তেমনি নৈতিক মুক্তিও দরকার।

নৈতিকতাকে একটি জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, নৈতিকতা ছাড়া একটি জাতি স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে না। তিনি জাতির নৈতিকতার বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, একটি স্বাধীন দেশের রাজনীতি কতটা মেরুদণ্ডহীন ও নৈতিকতা

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

জমে উঠেছে বইমেলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্জিত হলে নিনিয়ান স্টিফেনকে এদেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে আসতে হয়।

তিনি বলেন, নৈতিক চেতনা মানুষের অন্তর্গত। এই নৈতিক চেতনাই মানুষকে নেতা বানায়, জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ডক্টর হাসনা বেগম তার প্রবন্ধে বলেন, মানুষ কেবলমাত্র যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীই নয়, মানুষের রয়েছে নীতিবোধ এবং নান্দনিক বোধ। এই দু'টি বোধের কারণে মানুষ ভালকে মন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে সক্ষম। মানুষকে যথার্থ অর্থে মানুষ হতে হলে যেমন যুক্তিবুদ্ধি থাকা আবশ্যক তেমনি থাকা আবশ্যক শুভবুদ্ধি এবং সৌন্দর্যপ্রীতি বা নান্দনিক বোধ।

অধ্যাপক নীরু কুমার চাকমা বলেন, বাংলাদেশে নৈতিক প্রগতি নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সমাজে সন্ত্রাস, রাহাজানি ও দুর্নীতি রয়েছে। সন্ত্রাস দমনের আইন আছে কিন্তু আইন করে সন্ত্রাস দূর করা যায় না। নৈতিক শিক্ষা যদি স্কুল পর্যায়ে থেকে প্রবর্তন করা যায় তাহলে নৈতিক মূল্য বোধে উজ্জীবিত করা সম্ভব ছাত্র যুবকদের।

অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম বলেন, ধর্মগ্রন্থে বাকসংযমের কথা বলা হয়েছে। প্রবাদ রচয়িতাগণ বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাদের প্রবাদে। নীতি দার্শনিকগণ বহুলাংশে এগুলো দ্বারা প্রভাবিত। নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য স্কুল পর্যায়ে নীতিবিদ্যা অবশ্যই পাঠ্য হওয়া উচিত।

ডক্টর প্রদীপ কুমার রায় বলেন, সমাজের মানুষের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। নীতি বিজ্ঞানবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থাই সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণ।

আলোচনা সভা শেষে লালনগীতির অনুষ্ঠানে ফরিদা পারভীন, চন্দনা মজুমদার, দিল আফরোজ ও জহির আলীম সংগীত পরিবেশন করেন।